২৬-০৬-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- অশরীরী হওয়ার পরিশ্রম কর, অশরীরী অর্থাৎ কোনোরকম দৈহিক ধর্ম নয়, সম্বন্ধ নয়, আত্মা একা বাবাকে স্মরণ করবে"

প্রশ্নঃ- বাচ্চারা তোমাদের ১০০% শক্তি কবে হবে, তার জন্যে পুরুষার্থ কি ?

উত্তর :- তোমরা বাচ্চারা যখন স্মরণের রেস করে অন্তিম সময়ে পৌঁছাবে, তখন তোমাদের ১০০% শক্তি হবে, সেই সময় যদি কাউকে বোঝাও তার জ্ঞানের তীর লাগবে অর্থাৎ সে অবিলম্বে বুঝে যাবে। এইজন্যে দেহি-অভিমানী হওয়ার পুরুষার্থ করো , নিজের হৃদয় দর্পণে দেখো যে পুরানো সব খাতা স্মরণের দ্বারা ভস্ম হয়েছে !

গীত :- তুমি প্রেমের সাগর ....

ওম্ শান্তি। এখন বাচ্চারা জানে, অল্ফ (পিতা) এসেছেন। গায়নও আছে - পিতার কাছে এক সেকেন্ডে জীবনমুক্তি অর্থাৎ স্বর্গের বাদশাহী প্রাপ্ত হয় কারণ বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা। সেকেন্ডে জীবনমুক্তি বাবার কাছেই প্রাপ্ত হয়। মানুষের দ্বারা মানুষের প্রাপ্ত হয়না। সন্তান জন্ম হওয়া মাত্র উত্তরাধিকারী হয়। প্রথমে যখন কেউ আসে তখন তাদের দিয়ে ফর্ম ভরানো হয় যে আত্মার পিতা কে ? বলাও হয় জীবাত্মা, পুণ্যাত্মা.... । এমন বলা হবেনা - জীব পরমাত্মা, পাপ পরমাত্মা, পুণ্য পরমাত্মা। না, মহাত্মা, পুণ্যাত্মা বলা হয়। গায়নও হয় আত্মা পরমাত্মা আলাদা রয়েছে বহুকাল ... সুতরাং নিশ্চয়ই পরমাত্মাকেই আসতে হয় দুঃখ হরণ করতে। অতএব কেউ এলে প্রথমে তাদের দিয়ে ফর্ম ভরানো হয় - তোমাদের আত্মার পিতা কে ? শরীরের পিতা কে ? দুটি জিনিস আলাদা আলাদা আছে - আমি এবং আমার। আমি আত্মা, আমার শরীর। অহম আত্মার নিবাস স্থান কোথায় ? তাহলে তোমাদের আত্মার পিতা কে ? এমন বলা হবেনা পরমাত্মার পিতা কে ? প্রথমে অল্ফ-কে জানতে হবে। তিনি হলেন সত্য। জ্ঞানের সাগর। তিনি হলেন সকলের পিতা। কোনো মানুষ, জজ ইত্যাদি কারো জানা নেই যে আমরা হলাম আত্মা। আত্মাই শরীরের অর্গান দ্বারা বলে - আমি জজ, আমি সার্জেন। আত্ম অভিমানী স্বরূপে একমাত্র পিতা পরিণত করেন। এখন তোমরা জানো আমরা হলাম আত্মা। বাকি এইসবই হল শরীরের সম্বন্ধ। শরীরের সম্বন্ধেও মাতা, পিতা .... ইত্যাদি সম্বন্ধ ক্রিয়েট হয়। আত্মার সম্বন্ধে সবাই হল ভাই-ভাই। প্রথমে এই কথাটি বোঝাতে হবে। গায়নও আছে সেকেন্ডে জীবনমুক্তির বর্সা। জীবনমুক্তি প্রদান করেন কে ? সত্যযুগে হল জীবনমুক্তি, কলিযুগে হল জীবন-বন্ধ। এইসব বোঝাতে হবে। তাই এখানে ফর্ম ভরানোর নিয়ম টি ভালো।

তোমরা বাচ্চারা জানো আমরা আত্মা, আমাদের পিতার এখানে স্মারক চিহ্ন আছে। তিনি হলেন নিরাকার আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের পিতা। আমরা হলাম সাকার। নিরাকারের স্মরণিকা আছে। অর্থাৎ নিশ্চয়ই এসেছিলেন। পতিতকে পবিত্র করেন যিনি, পুরনোকে নতুন করেন যিনি। দুনিয়া নতুন থেকে পুরানো হয়। দুনিয়া একটি-ই। নিশ্চয়ই দুনিয়ার রচয়িতা হবেন একজন , দুইজন হতে পারেনা। গড ইজ ক্রিয়েটর (ঈশ্বর হলেন রচয়িতা)। উনি পুরানো দুনিয়াকে নতুন করেন। নতুন দুনিয়া অথবা ভারত স্বর্গ ছিল। গড ইজ ওয়ান (ভগবান হলেন এক) । ওয়ার্ল্ড ইজ ওয়ান (দুনিয়া হল একটি)। সত্যযুগ ছিল, এখন আছে কলিযুগ। প্রাচীন ভারত ছিল অর্থাৎ নতুন দুনিয়ার

রচয়িতা ভারতকে নতুন তৈরি করে ছিলেন। প্রথমে যখন কেউ আসে তখন তাদের এই রহস্য টি বোঝাতে হবে। তোমরা হলে আত্মা, আত্মার পুনর্জন্ম হয়। বাবা এসে দেহি অভিমানী করেন। আমি জজ, আমি ব্যারিস্টার, আমি খ্রীস্টান । এইসবই হল শরীরের ধর্ম। আত্মা হল অশরীরী তো কোনো সম্বন্ধ তো নেই। কোনো ধর্ম নেই। আত্মা আলাদা কর্মাতীত হয়ে যায়। আবার নতুন করে মাতা পিতার সম্বন্ধ তৈরি হয়। দেহ পরিবর্তন, পার্ট পরিবর্তন, মাতা পিতা সবাই হয়ে যায় নতুন। আত্মার পুনর্জন্ম হতেই থাকে। বাস্তবে আত্মা হল নিরাকার, নিরাকারী দুনিয়ায় বাস করে। তারপর আত্মা শরীর ধারণ করে বলে এই হল আমার নাম ও রূপ। এখন বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন – তোমরা নিজেদের আত্মা ভাবো। তোমাদের ফিরে যেতে হবে। তোমরা ৮৪ জন্ম পার্ট প্লে করেছ , তোমরা ব্যারিস্টার হয়েছ, রাজা হয়েছ। এখন তোমরা বিশ্বের মালিক হও। পরম পিতা পরমাত্মা-ই কেবল আত্মাদের সঙ্গে কথা বলতে পারেন। এইসব কথা কারো বুদ্ধিতে নেই। তারা তো বলে দেয় আত্মাই হল পরমাত্মা। বাবা এসে সৃষ্টি চক্রের রহস্য বলে দেন। এখন তোমরা জানো যে যথাযথভাবে আমরাই ৮৪ জন্মের চক্র পরিক্রমন করেছি। এখন এইটি হল শেষ জন্ম, পরমধাম ফিরে যেতে হবে। মানুষ চেষ্টাও করে মুক্তিধামে যাওয়ার। আমরা আত্মারা মুক্তিধামের নিবাসী। কিন্তু দেহ অভিমান হওয়ার দরুন জ্ঞান নেই। আমরা আত্মারা নিরাকারী দুনিয়ায় বাস করি। সেখান থেকে আসি পার্ট প্লে করতে। এখন ভগবানকে স্মরণ করি, ভগবানের কাছে যাওয়ার জন্যে। তো সবচেয়ে প্রথমে বোঝাতে হবে – আত্মা এবং শরীর আলাদা দুটি জিনিষ। আত্মায় আছে মন-বুদ্ধি, আত্মা হল চৈতন্য। আত্মা অবিনাশী। শরীর হল বিনাশী। সব আত্মার পিতা হলেন নিরাকার পরম পিতা পরমাত্মা , তিনি হলেন নলেজফুল। ওঁনাকেই গীতার ভগবান বলা হয়। সব ভক্তজনের প্রেম রয়েছে, প্রেমের সাগর ভগবানের সঙ্গে। ভক্তদের আকৃষ্ট করেন। ভগবান তো একজন-ই হওয়া উচিত। এতজন সবাই ভক্ত আছে। সবাই পতিত। তারা পতিত পাবনকে স্মরণ করে, অর্থাৎ নিশ্চয়ই একজন নিরাকার আছে তাইনা। বাকি সবাই তাঁরই রচনা। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করও হলেন রচনা। মনুষ্য সৃষ্টিও হল রচনা। উঁচু থেকে উঁচু পিতা পরমধামে বাস করেন। যেমন আত্মা হল স্টার, তেমনই পরম পিতা পরমাত্মাও হলেন স্টার।

বাচ্চাদের বোঝান হয়েছে ওয়ার্ল্ড একটি, সেটাই রিপিট হবে। যে সব ধর্ম আছে সবাইকে পরিক্রমা করতে হবে। সব এক্টররা হল পার্টধারী। কারো পার্ট পরিবর্তন হয়না। অর্থাৎ পার্ট করতেই হবে। সর্ব প্রথম এই কথাটি বোঝাতে হবে যে আত্মার পিতা কে ? বলা হয়- ও গড ফাদার। এই কথাটি কে বলেছে ? আত্মা বলে শরীর দ্বারা। আত্মার পিতা হলেন পরম পিতা পরমাত্মা। এই হল মুখ্য কথা। তোমাদের কারো সঙ্গে অযথা তর্ক করতে হবেনা। এই হল সেকেন্ডে জীবন মুক্তি। বাবা বাচ্চাদের বোঝান – বাচ্চারা, তোমরা দেহি অভিমানী হও। এইসময় এই হল পতিত দুনিয়া, গড ফাদারকে না জানার দরুন অনাথ হয়েছে। সত্যযুগে তো প্রালব্ধ ভোগ করো। সেখানে বাবাকে স্মরণ করার প্রয়োজন নেই। দুনিয়া এই কথা জানেনা যে ভারতবাসীরা বাবার কাছে প্রালব্ধ প্রাপ্ত করে। ভারত স্বর্গে পরিণত হয়। নরকে পরিণত করে মায়া (রাবণ)। ভারত কে নতুন থেকে পুরানো হতে হয়। এই যেমন বাড়ির আয়ু ১০০ বছর, তাহলে ৫০ বছর হলে বাড়িটি কে পুরানো বলা হবে। ঠিক তেমনই দুনিয়া নতুন থেকে পুরানো হয়। আবার নতুন কে করবে ? রিপিট হয় কিভাবে ? দুনিয়া পবিত্র ছিল, কে তৈরি করেছিল। পতিত পাবন হলেন এক মাত্র পিতা। তিনি-ই পবিত্র করবেন। পতিত কে করে ? পবিত্র কে করে ? এইসব কেউ বুঝতে পারেনা। এখন তোমরা বাবার আপন হয়েছ। পিতা মানে পিতা। পিতাকে অর্ধেক বা তিনের চার ভাগ বিশ্বাস করা হয়না। কিন্তু

মায়া দেহ অভিমানে এনে দেয়। সম্পূর্ণ পরিশ্রম লাগে অশরীরী হয়ে বাবাকে স্মরণ করাতে। তা নাহলে মায়া হল একনম্বর শত্রু। স্মরণের শক্তি দিয়ে তোমরা রাজত্ব প্রাপ্ত কর। স্মরণের দ্বারাই তোমরা বাবার কাছে বর্সা অর্থাৎ স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত কর। স্মরণের শক্তি আছে। বাবা বলেন দেহ সহ দেহের সব সম্বন্ধ ভুলে আমায় স্মরণ করো কারণ আমার কাছে তোমাদের ফিরে আসতে হবে। সত্যযুগ হল জীবনমুক্ত, কলিযুগ হল জীবন বন্ধ । পাঁচটি বিকার রূপী রাবণের বন্ধন আছে। সেখানে এইসব থাকেনা। বাবা এসে উদ্ধার করেন।

তোমরা জানো- ভারতে সুপ্রীম পীস-প্রসপারিটি (পরম শান্তি-সমৃদ্ধি) ছিল। এখন নেই। অর্থাৎ নিশ্চয়ই সুপ্রিম ফাদার (পরম পিতা) স্থাপন করেছিলেন। নিশ্চয়ই এসেছিলেন। সঙ্গমে এসে ভারতকে জীবনমুক্ত করেন। বাকি সব ধর্ম হল বাই প্লট। এই ভারত হল ওল্ড (পুরানো)। নতুন ভারতে দেবী-দেবতাদের রাজত্ব ছিল, এক ধর্ম ছিল। যাকে স্বর্গ বলা হয়। অতএব সর্ব প্রথম বাবার পরিচয় দিলে আর আর্গুমেন্ট (তর্ক) করবেনা। বাবা তো সত্য বলেন। ওঁনার হল শ্রীমৎ। নেক্সট হল ব্রহ্মার মত। নিশ্চয়ই বাবার কাছে ব্রহ্মা মত প্রাপ্ত করেন। ব্রহ্মা এখন রাত্রে আছেন । দিনের বেলায় ছিলেন। ব্রহ্মার দিন ও রাত অর্থাৎ ব্রহ্মাকুমার ও কুমারীদেরও দিন ও রাত । প্রজাপিতা ব্রহ্মার রাত অবশ্যই বাচ্চাদেরও রাত হবে। বাবা বোঝান আমি আসি, ব্রহ্মা মুখ দ্বারা সর্ব প্রথম ব্রাহ্মণ রচনা করি। ব্রাহ্মণ বর্ণ চাই। এই যজ্ঞের রচনা করা হয়েছে তাইনা। কৃষ্ণ যজ্ঞ বলা যাবেনা। এই হল রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ। রুদ্র মালা। শিব পিতা এইসময় যজ্ঞ রচনা করেন। এই পিতা বসে পড়ান। বাচ্চারা, আমি তোমাদের নর থেকে নারায়ণ, রাজার রাজা করি। এই হল রাজ যোগ। কৃষ্ণকে পরমাত্মা বলা যাবেনা। পরমাত্মা রাজ যোগ শেখান যার দ্বারা তোমরা শ্রীকৃষ্ণের মতন হও। মুখ্য কথা হল সর্ব প্রথম বাচ্চাদের দেহি অভিমানী হতে হবে। তা নাহলে কারো জ্ঞানের তীর লাগবেনা। দেহি-অভিমানী হয়ে পিতাকে স্মরণ করলে শক্তি প্রাপ্ত হবে । যখন তোমরা ভালো রূপে বীর হয়ে যাবে তখন ভীষ্ম পিতামহ ইত্যাদিকে জ্ঞানের তীর লাগবে। ধীরে ধীরে হবে। এখন তোমরা শক্তি প্রাপ্ত করছ। শেষ পর্যন্ত ১০০% হতে হবে। রেস করতে হবে। এখন তোমরা পড়ছ। খুব বীর হয়ে যাবে। বোঝানো উচিত তোমরা হলে জীব আত্মা, পরমাত্মা পিতা হলেন এক। তাহলে তোমরা আত্মাই পরমাত্মা কেন বলো ? পতিত পাবন পরমাত্মা তো হলেন একজন। তোমরা তো পুনর্জন্মে আসো। পরমাত্মার নিজস্ব দেহ নেই। তিনি হলেন রুদ্র শিব। মানুষকে পরমাত্মা বলা যাবেনা। আত্মার দেহের আধারে নাম রাখা হয়। আত্মা যদিও সবারই একরকম হয়। কোথাও আত্মা যদি বারিস্টারের দেহে জন্ম নেয়। বাকি এরকম নয় আত্মা কুকুর, বেড়াল হয়ে জন্মায়। বাবা বলেন - প্রিয় বাচ্চারা, মানুষ, মানুষই হয়। পশুদের ভ্যারাইটি আলাদা। এই সময় মানুষ তো পশুর চেয়েও অধম। মায়া সম্পূর্ণ খাবার নষ্ট করে দিয়েছে ড্রামা অনুযায়ী, এখন বাবা এসে উদ্ধার করছেন।

পরমাত্মাকে ভারতবাসী মাতা-পিতাও বলে। বিদেশিরা বলে ও গড ফাদার। আচ্ছা, ফাদার আছে তো সঙ্গে মাদারও চাই। ইভ বলে। কিন্তু সে কে ? ইভ কাকে বলা যায় ? মাম্মাকে ইভ বলা যাবেনা। মাম্মা তো হলেন জগৎ অম্বা। ব্রহ্মাকে ইভ বলা হবে কারণ এনার মুখ দ্বারা রচনা হয়, তবে তো তুমি মাতা পিতা প্রমাণিত হবে। একজনকেই মাতা-পিতা বলা হয়। জগৎ অম্বার-ও মাতা হওয়া উচিত। তিনি হলেন মানুষ। এইসব কথা তখনই ধারণ হবে, যখন নিরন্তর দেহী অভিমানী হওয়ার পুরুষার্থ করবে। স্মরণে না থাকলে ধারণাও হবেনা। মায়া খুব সাংঘাতিক, স্মরণে না থাকলে ঘুষি মারতেই থাকবে। দশ-বারো বছর হয়ে গেলেও মায়া ঘুষি মেরে দেয়। মুখ ঘুরিয়ে দেয়। অনেকে

ভুলে যায়। তখন বলে ভাগ্যে ছিলনা। গীত আছে না - এসেছি ভাগ্য উদয় করে ... কোন্ ভাগ্য উদয় করে এসেছ ? লক্ষ্মীকে বরণ করার ভাগ্য। বাপদাদা বলেন - হৃদয় দর্পণে দেখো - তোমরা কি যোগ্য হয়েছ ? বাবার মতন মিষ্টি হয়েছ ? বাবা বলেন দেহী-অভিমানী হও। আমি পিতা, আমায় যত স্মরণ করবে তত জমা হবে। স্মরণ না করলে জমা হবেনা। স্মরণের দ্বারা-ই পুরানো খাতা ভস্ম হবে। যোগ অগ্নি অর্থাৎ স্মরণ। অহম আত্মা পরমাত্মাকে স্মরণ করি। বাবাও বলেন নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে আমায় স্মরণ করো। আত্মাই পরমাত্মা বলাটা ভুল। পরমাত্মা কখনও পুনর্জন্মে আসেন না। তোমাদের তো সদা পুনর্জন্ম হয়। আমার জন্ম হল দিব্য অলৌকিক। আমি সাধারণ দেহে প্রবেশ করি। নাহলে ব্রাহ্মণ আসবে কিভাবে। প্রজাপিতা ব্রহ্মা চাই বৃদ্ধ স্বরূপ। শিশু চাইনা। কৃষ্ণ হলেন শিশু। রাধে-কৃষ্ণকে ছোট বয়সে দেখানো হয়। ছোট বাচ্চাকে এতজন সব প্রজাপিতা বলবে কিকরে। তোমরা কৃষ্ণকে মাতা পিতা কিভাবে বলবে। এখন পরম পিতা পরমাত্মা গাইড রূপে এসেছেন, সব আত্মাদের নিয়ে যেতে। বাবা তো ভালোভাবে বুঝিয়ে দেন। সর্ব প্রথম ফর্ম ভরাও। মুখ্য কথা হল গীতার ভগবান কে ? এই যজ্ঞ কে রচনা করেন ? রুদ্র যজ্ঞ বা জ্ঞান যজ্ঞ বলা হবে। পরমাত্মা তো হলেন জ্ঞানের সাগর, সকলের পিতা। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদেরকে মাতা পিতা বাপদাদার স্মরণ স্নেহ ও সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) দেহী অভিমানী হয়ে, দেহের সব ধর্ম ভুলে আমরা আত্মারা হলাম ভাই-ভাই, এটা পাকা করতে হবে। বাবার মতন মিষ্টি মধুর হতে হবে।

২) দেহী অভিমানী হয়ে বাবার পরিচয় দিতে হবে। সেকেন্ডে জীবনমুক্তির বর্সা অর্থাৎ স্বর্গের অধিকার বাবার কাছেই প্রাপ্ত হয়। কারো সঙ্গে ডিবেট বা তর্ক করবেনা।

বরদান :- উৎসাহ-উদ্দীপনা দ্বারা বিঘ্ন সমাপ্তকারী বাবার সমান সমীপ রত্ন ভব

ব্যাখা: বাচ্চাদের হৃদয়ে যে উৎসাহ উদ্দীপনা আছে যে আমি বাবার সমান সমীপ রত্ন রূপে সুপুত্র সন্তান হওয়ার প্রমাণ দেব - এই উৎসাহ উদ্দীপনাটি হল উড়ন্ত কলার আধার। এই উদ্দীপনা অনেক রকমের বিঘ্ন সমাপ্ত করে সম্পন্ন হতে সাহায্য করে। এই উৎসাহ-উদ্দীপনার শুদ্ধ ও দৃঢ় সঙ্কল্প বিজয়ী হতে বিশেষ শক্তিশালী শস্ত্রে পরিণত হয় তাই হৃদয়ে সর্বদা উৎসাহ-উদ্দীপনা বা এই উড়ন্ত কলার সাধনটি বজায় রাখবে।

স্লোগান - যেমন তপস্বী সদা আসনে বিরাজিত থাকে তেমনই তোমরাও একরস অবস্থার আসনে বিরাজমান হও ।